6/4/2001

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

জাতীয় গ্রিডে আংশিক বিপর্যয় ॥ রাজধানী সকালে ১৫ মিনিট বিদ্যুতহীন

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

জাতীয় গ্রিডে আংশিক বিপর্যয়ের দরুন গতকাল সকালে রাজধানী ঢাকা ১৫ মিনিট বিদ্যুতহীন অবস্থায় ছিল। গ্রিড বিপর্যয়ের ধকল সান্ধ্য পিকআওয়ারেও বহাল থাকলে ঘন ঘন বিদ্যুত ছাঁটাইয়ের শিকার হয় ঢাকার বিভিন্ন এলাকা। তীব্র গরমের মধ্যে পুরনো ঢাকাসহ নানাস্থানে দেখা দেয় পানি সঙ্কট। নগরীর ভুক্তভোগী মানুষ সন্ধ্যার পর গরম ও লোডশেডিংয়ে অতিষ্ঠ

(২ পৃষ্ঠা, ১-এর কঃ দেখুন)

মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থায় ভয়াবহ অশনি সঙ্কেত

মাসুদ কামাল

দেশের মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থায় এক ভয়াবহ অশনিসঙ্কেত দেখা যাচ্ছে। শুরুতে পাঠ্যপুস্তক সঙ্কট এবং পরে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ায় সৃষ্টি হয়েছে এক দুঃসহ স্থবিরতার। শিক্ষাবর্ষের এক-তৃতীয়াংশ সময় পার হয়ে গেলেও দেশের অধিকাংশ স্কুলে এখন পর্যন্ত পাঠ্যসূচীর এক-

(২- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত

(প্রথম পাতার পর)

দশমাংশও পড়ানো হয়নি। এই পশ্চাৎপদতার নেতিবাচক প্রভাব পুরো শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর দীর্ঘদিন সক্রিয় থাকবে বলে অশঙ্কা প্রকাশ করছে অভিজ্ঞমহল।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রথম সমস্যাটি দেখা গিয়েছিল পাঠ্যপুস্তক নিয়ে। বছরের শুরুতে বই পায়নি ছাত্রছাত্রীরা। প্রয়োজনীয় সব বই পেতে অপেক্ষা করতে হয়েছে তাদেরকে মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত। প্রাথমিক স্তরের সকল বই অনেক জায়গায় অবশ্য যায়নি এখনও। নতুন বই না পেয়ে কোন কোন স্কুল প্রথম দিকে পুরনো বই দিয়ে লেখাপড়া শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে পুরনো বই ব্যবহারে সরকারী নিষেধাজ্ঞা জারি হলে ভয় পেয়ে অনেক স্কুল তা বন্ধ করে দেয়। বিশেষ করে মফস্বলের স্কুলগুলোতে এ ভীতি প্রভাব ফেলে বেশি। ফলে নতুন বই হাতে পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কার্যত অনেক স্কুলেই কোন লেখাপড়া হয়নি। অনেক স্কুল এ সময়ে লেখাপড়া না থাকায় বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। কোথাও কোথাও আবার দিনের পর দিন দু'তিন পিরিয়ড করে ক্লাস হয়েছে। এতে করে অধিকাংশ স্কুলেই এখনও পর্যন্ত প্রথম সাময়িক পরীক্ষাই শুরু হয়নি।

তুলনামূলকভাবে গ্রামের চেয়ে শহরের স্কুলগুলোর পরিস্থিতি কিছুটা ভাল। কিন্তু তার পরেও রাজধানীর স্কুলসমূহে যোগাযোগ করে দেখা গেছে সিংহভাগ ক্ষেত্রেই কর্তৃপক্ষ এই এপ্রিলে পরীক্ষা নেয়ার পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে সে পরিকল্পনার বাস্তবায়নও এখন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। মিরপুর সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মিসেস খায়রুন্নাহার জানান, তাঁদের আগে পরিকল্পনা ছিল ২২ এপ্রিল থেকে পরীক্ষা নেয়ার। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এখন তাঁরা দু'দিন এগিয়ে ২০ এপ্রিল শুক্রবার [illegible] নেয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন, 'এমনিতেই আমরা অনেক পিছিয়ে গেছি। এখন দু'শিফটে এবং বন্ধের দিনে পরীক্ষা নিয়ে সেটা যতটুকু সম্ভব চেষ্টা করছি পুষিয়ে নিতে।' বছরের শুরুতে পাঠ্যপুস্তক সঙ্কটে সৃষ্ট অসুবিধার কথাও উল্লেখ করেন তিনি। তিনি বলেন, 'উপায়ান্তর না দেখে আমরা পুরনো বই-ই পড়িয়েছি। তার পরেও আমাদের পক্ষে মাসিক পরীক্ষাগুলো নেয়া সম্ভব হয়নি।'

নগরীর অন্যতম সেরা আইডিয়াল স্কুলে পরীক্ষা শুরু হচ্ছে ১৬ এপ্রিল থেকে। স্কুলের এক শিক্ষক এই বিলম্বের কারণ হিসাবে বছরের শুরুতে চাহিদা অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক না পাওয়ার কথা উল্লেখ করেন। তবে তিনি তাঁদের স্কুলের অবস্থা তুলনামূলকভাবে ভাল বলে মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, 'আমরা বছরের শুরুতেই পুরো বছরের সিলেবাসটা জানিয়ে দিই। ফলে কোন নিয়ন্ত্রণবহির্ভূত পরিস্থিতির উদ্ভব হলেও শিক্ষার্থীরা বাসায় সিলেবাস অনুযায়ী লেখাপড়া করে নিতে পারে। এতে খুব একটা সমস্যা হয় না, কারণ অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীই বাসায় প্রাইভেট টিউটরের কাছে অথবা কোচিং সেন্টারে পড়ে।'

মিরপুর বাংলা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সৈয়দ আবদুল কাইয়ুম ছাত্রছাত্রীদের সমস্যার দিকে বেশি গুরুত্ব দেন। তিনি বলেন, 'ঠিক সময়ে বই না পাওয়ায় এমনিতেই আমরা যথেষ্ট পিছিয়ে গেছি। এখন ঝামেলা হচ্ছে রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে। এভাবে হয়ত মে-জুন পর্যন্ত চলে যাবে। শেষের মাসগুলোতে যে বেশি পড়িয়ে পুষিয়ে নেব, সেটাও যৌক্তিক হবে না। কারণ ছেলেমেয়েরা তো আর মেশিন নয় যে, এক বছরের পড়া ছয়মাসে আয়ত্ত করতে পারবে।'

কোমলমতি ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া বিষয়ক এই জটিলতা